প্রথম আলো

তারিখ JUL 06 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

এসএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ পেয়েছে ৫ হাজার ৭৬৪ জন

এ ধরনের বিভাজন ঠিক নয় : ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান

শরিফুজ্জামান পিন্টু

শিক্ষা বোর্ডগুলো না মানলেও 'গোল্ডেন জিপিএ' বলে সেরাদের মধ্যে সেরা মেধাবী নির্বাচনের একটি অনানুষ্ঠানিক ধাপ তৈরি হয়েছে। সদ্যপ্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে চতুর্থ বিষয়ের নম্বর বাদে সাত বোর্ডে এ ধরনের গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ (জিপিএ) পেয়েছে ৫ হাজার ৭৬৪ জন।

শিক্ষা বোর্ডগুলো মেধাবীদের মধ্যে সেরা মেধাবী চিহ্নিত না করলেও এটা নিয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের একটি অংশের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক হারুন অর রশিদ সিকদার *প্রথম আলোকে* বলেন, এ ধরনের বিভাজন মোটেও ঠিক নয়। এটার প্রয়োজন থাকলে শিক্ষা বোর্ডগুলোই স্বীকৃতি দিত বলে তিনি জানান।

শিক্ষা বোর্ডগুলোর কম্পিউটার কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, সাতটি শিক্ষা বোর্ডে মোট ২৪ হাজার ৩৮ জন ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পেলেও চার ভাগের প্রায় এক ভাগ ছাত্রছাত্রী চতুর্থ বিষয়ের নম্বর বাদে সব বিষয়ে এ প্লাস' পেয়েছে। এসব ছাত্রছাত্রী সব বিষয়ে পৃথকভাবে ৮০ বা তদূর্ধ্ব নম্বর পেয়েছে।

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে জিপিএ-৫ পাওয়ার ছড়াছড়ি হওয়ায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়েছে 'গোল্ডেন জিপিএ' নিয়ে। এই নামে মেধা মূল্যায়নে আনুষ্ঠানিক কোনো ধাপ না থাকলেও একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে, বিদ্যালয়ে, সামাজিক অঙ্গনে এবং মেধাবীদের মধ্যে এটি চালু হয়ে গেছে।

কয়েক বছরের ফলাফল মূল্যায়নে দেখা গেছে, প্রচলিত নিয়মে স্ট্যান্ড, স্টার এবং ডিভিশন পদ্ধতি বাতিল করে জিপিএ পদ্ধতিতে ফল প্রকাশ শুরু হওয়ার পর একই মেধার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। ২০০৩ সালে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৩৮৯ জন। এক বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪ হাজার ৩৮৪ জনে। ফলে জিপিএ-৫ পেলেও এখন রাজধানীর অধিকাংশ কলেজে ভর্তির নিশ্চয়তা নেই। ফলে রাজধানীর ভিকারুননিসা, নটরডেম, আইডিয়াল

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

● কলেজে ভর্তির নীতিমালা চূড়ান্ত : পৃষ্ঠা-২

গোল্ডেন জিপিএ পেয়েছে ৫৭৬৪

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হলিক্রসসহ নামীদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের আবেদনের সুযোগ দিলেও চতুর্থ বিষয়ের নম্বর ছাড়া কারা জিপিএ-৫ পেয়েছে সেটি দেখে শিক্ষার্থী ভর্তি করে। মূলত এখান থেকেই 'গোল্ডেন জিপিএ'র সূত্রপাত হয়। সেরা মেধাবী হিসেবে বিবেচিতদের মধ্যে এই বিভাজন প্রক্রিয়া ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই জিপিএ-৫ পাওয়াদের মধ্যে কতজন 'গোল্ডেন জিপিএ' পেয়েছে সেটি প্রকাশ ও প্রচার করছে।

প্রত্যেক শিক্ষা বোর্ডের কম্পিউটার কেন্দ্রে এ ধরনের তথ্য থাকলেও তা প্রকাশ করা হয় না। কারণ বোর্ডগুলো এ ধরনের মূল্যায়নের পক্ষপাতী নয়।

ঢাকা বোর্ডে সর্বাধিকসংখ্যক ৮ হাজার ৩৪৮ জন ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে। এদের মধ্যে গোল্ডেন জিপিএ বা চতুর্থ বিষয়ের নম্বর ছাড়া সব বিষয়ে এ প্লাস পেয়েছে ১ হাজার ৭৮১ জন।

রাজশাহী বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬ হাজার ৫৭১ জন। এদের মধ্যে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ৬১৬ জন। চট্টগ্রাম বোর্ডে জিপিএ-৫ পাওয়া ৩ হাজার ৭২৫ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে গোল্ডেন জিপিএ পেয়েছে ১ হাজার ২০৭ জন। কুমিল্লা বোর্ডে ২ হাজার ৬২১ জন ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে, এদের মধ্যে গোল্ডেন জিপিএ পেয়েছে ৫৫০ জন। যশোর বোর্ডে ২ হাজার ১৩ জন জিপিএ ৫-এর মধ্যে ৩৮৯ জন গোল্ডেন জিপিএ। বরিশাল বোর্ডে ৭২১ জন জিপিএ ৫-এর মধ্যে ১৫৩ জন গোল্ডেন জিপিএ। সিলেট বোর্ডে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৩৮৫ জন, এদের মধ্যে গোল্ডেন জিপিএ পেয়েছে ৬৮ জন।

এ ছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬ হাজার ৮৬ জন